জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০১ জানুয়ারি (বুধবার)

[সময়কালঃ ০১.০১.২০২০–০৫.০১.২০২০]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত: শুষ্ক থাকতে পারে। আগামী ৭২ ঘণ্টার পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জেলাভিত্তিক মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী কয়েকটি জায়গায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে এবং জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করে ফেলতে হবে। বৃষ্টিপাত, নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাসহ মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় রবি ফসলে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে বিশেষ করে আলুর নাবী ধ্বসা ও গমের ব্লাস্ট রোগ। মাঠের দন্ডায়মান ফসল নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যেসব জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে বৃষ্টিপাতের পর বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে। শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে রবি ফসলের জমিতে সকালে হালকা সেচ দেওয়া ভাল। গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মৎস্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। চালার ভেতরে রাখা, শুকনো বিছানার ব্যবস্থা করা, তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা আলাদা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যেসব জেলায় আগামী পাঁচ দিনে যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সে সব জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।

বোরো ধান:

- বৃষ্টিপাতের পর সেচ প্রয়োগ নিশ্চিত করে বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা দিনের বেলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বীজতলায় অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করুন। বীজতলায় ২-৩ সে.মি. পানির স্তর বজায় রাখুন।

আলু:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য বৃষ্টিপাতের পর জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

গম:

- জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমিতে পানি জমে থাকলে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং চারার ক্ষতি হয়।
- ১৭-২১ দিন পর প্রতি শতাংশে ৩০০-৪০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। এই কাজ বৃষ্টিপাতের পর করতে হবে।
- বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য বৃষ্টিপাতের পর জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।
- গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা নিন।

ভুট্টা:

- সেচ প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- বীজ বপনের ৩০ দিন পর অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের পর এক মাস পর্যন্ত আগাছা নিধন করতে হবে।

সরিষা:

- সেচ প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা, পাতলাকরণ ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।

চীনা বাদাম:

- বপনের ১৪-২০ দিন পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে। এই কাজ বৃষ্টিপাতের পর করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।

গবাদি পশু:

- চালার ভেতরে যেন বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- খোয়াড়ের ভেতরে যেন বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- ঠান্ডার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় মুরগী খাঁচা পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন। চারপাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০১ জানুয়ারি ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০১ জানুয়ারি, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২৮.৫	১৪.৬	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৫.৩	১০.২
	টাঙ্গাইল	০০	২৭.৭	১২.৬		ঈশ্বরদী	০০	২৬.২	১০.৫
	ফরিদপুর	০০	২৭.২	১০.৯		বগুড়া	০০	২৭.৫	১৪.৩
	মাদারীপুর	০০	২৬.৬	১৩.৩		বদলগাছী	০০	২৫.৪	১২.০
	গোপালগঞ্জ	০০	২৬.০	১০.৭		তাড়াশ	০০	২৬.৫	১২.৩
	নিক্‌লি	০০	২৭.৮	১৬.৫					
					রংপুর	রংপুর	০০	২৩.৫	১৬.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৭.৩	১৩.৪		দিনাজপুর	০০	২৩.২	১২.৭
	নেত্রকোনা	০০	২৬.৮	১৪.৫		সৈয়দপুর	০০	২৩.৫	১৪.৫
						তেঁতুলিয়া	০০	২৩.৫	০৯.২
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৭.৭	১৭.৫		ডিমলা	০০	২২.২	১৩.৫
	সন্দ্বীপ	০০	২৮.৩	১৫.০		রাজারহাট	০০	২৩.২	১২.৫
	সীতাকুন্ড	০০	২৮.১	১৩.৩					
	রাঙ্গামাটি	০০	২৭.৫	১৬.০	খুলনা	খুলনা	০০	২৫.৭	১২.২
	কুমিল্লা	০০	২৭.৬	১৫.৩		মংলা	০০	২৬.৩	১৩.১
	চাঁদপুর	০০	২৮.৪	১৬.১		সাতক্ষীরা	০০	২৬.০	১০.৭
	মাইজদীকোর্ট	০০	২৭.৬	১৬.০		যশোর	০০	২৬.৪	০৯.৬
	ফেনী	০০	২৮.২	১৫.৪		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৫.৩	১০.৩
	হাতিয়া	০০	২৭.১	১৫.৪		কুমারখালী	০০	২৬.০	১০.৪
	কক্সবাজার	১১	২৪.০	১৮.২					
	কুতুবদিয়া	সামান্য	২৫.৪	১৬.২	বরিশাল	বরিশাল	০০	২৭.৫	১৩.৪
	টেকনাফ	০২	xx	১৬.৫		পটুয়াখালী	০০	২৮.১	১৪.৯
						খেপুপাড়া	০০	২৮.১	১৪.৯
সিলেট	সিলেট	সামান্য	২৪.৮	১৬.৪		ভোলা	০০	২৭.৪	১৪.০
	শ্রীমঙ্গল	০০	২৫.৬	১৪.৩					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৪.১৯ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.০৫ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলসহ রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে ।

কুয়াশাঃ শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

শৈত্য প্রবাহঃ পঞ্চগড় ও যশোর অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা প্রশমিত হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

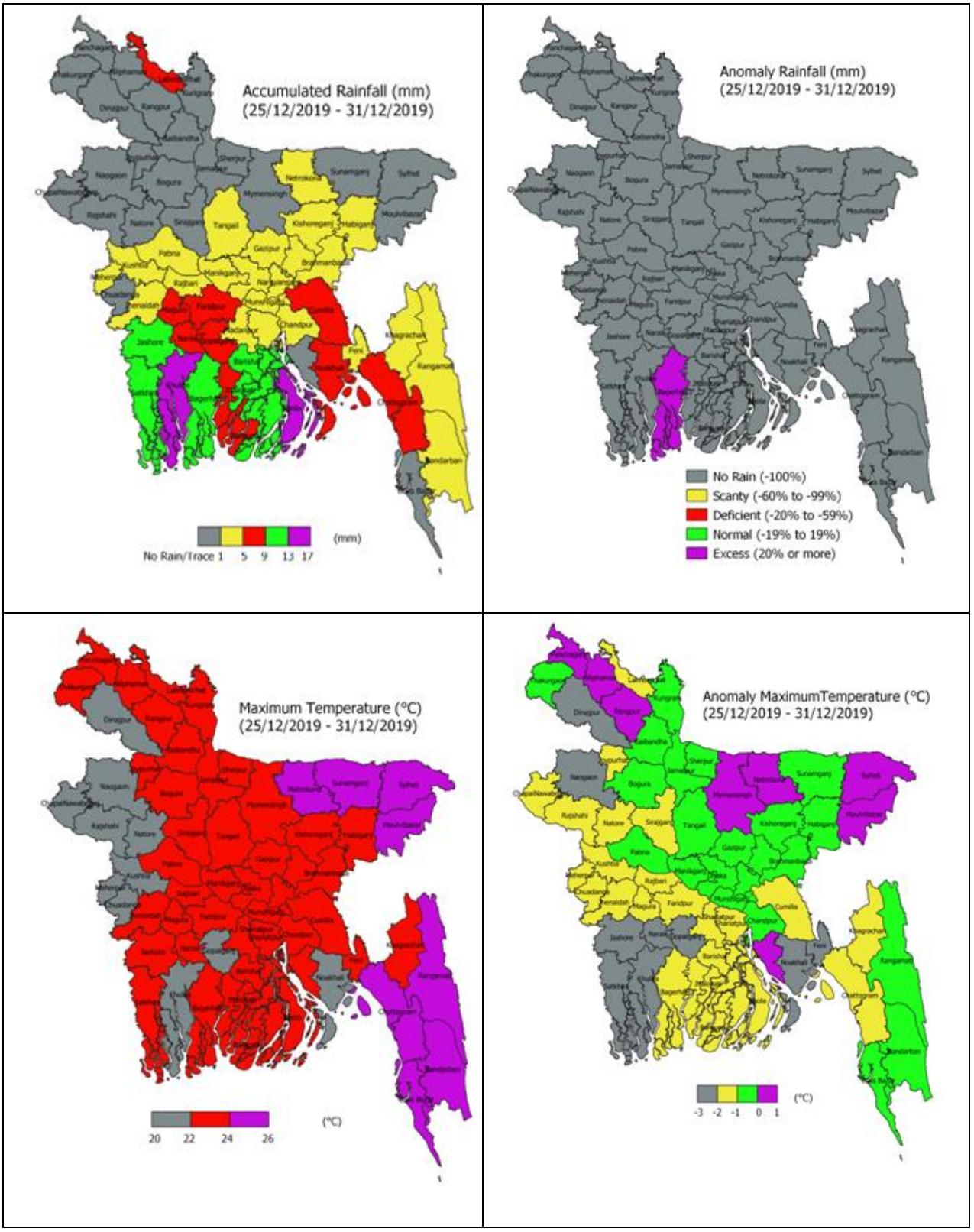

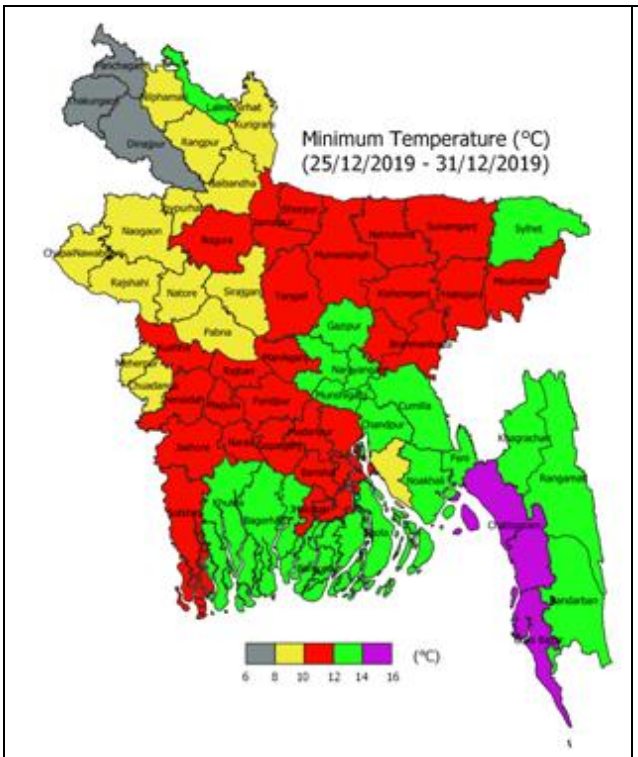
Minimum Temperature (°C)
(25/12/2019 - 31/12/2019)
(°C)
6 8 10 12 14 16

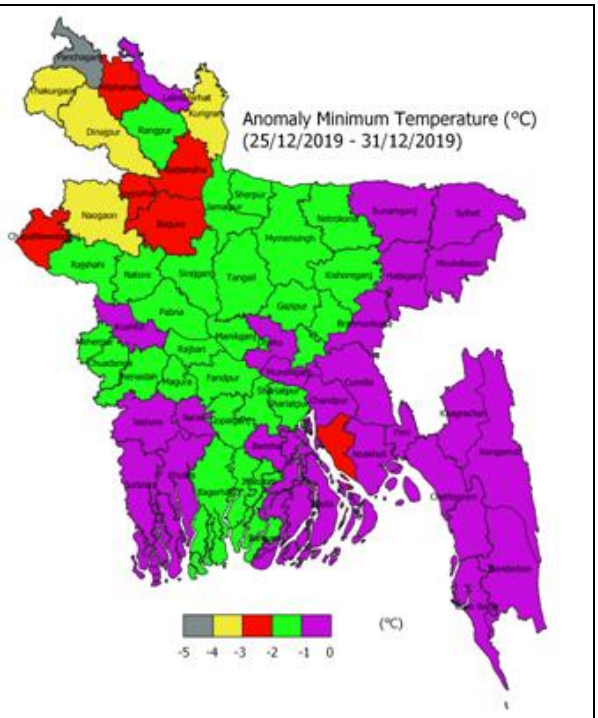
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(25/12/2019 - 31/12/2019)
(°C)
-5 -4 -3 -2 -1 0

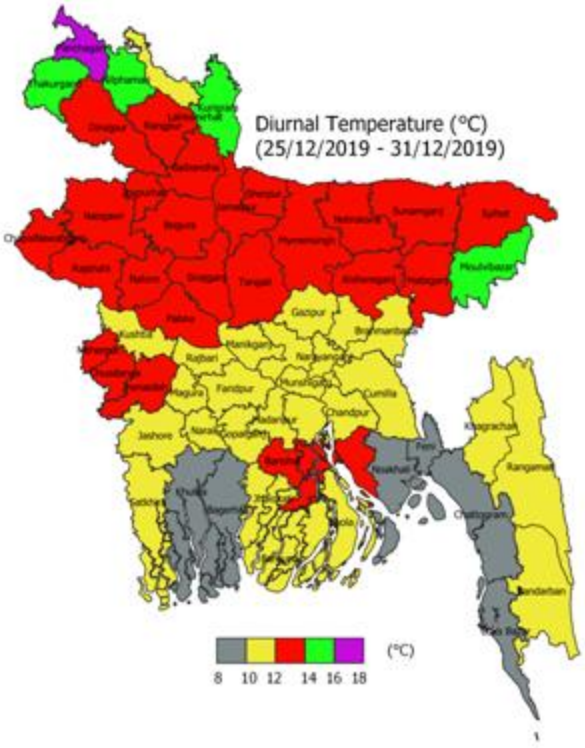
Diurnal Temperature (°C)
(25/12/2019 - 31/12/2019)
(°C)
8 10 12 14 16 18

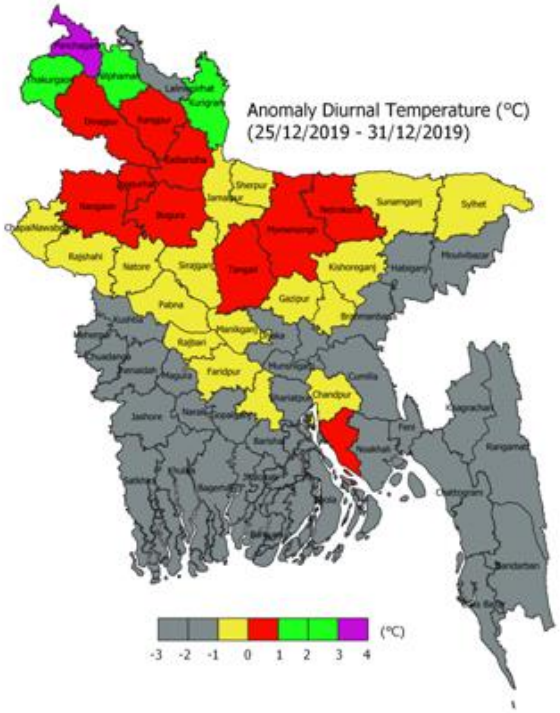
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(25/12/2019 - 31/12/2019)
(°C)
-3 -2 -1 0 1 2 3 4

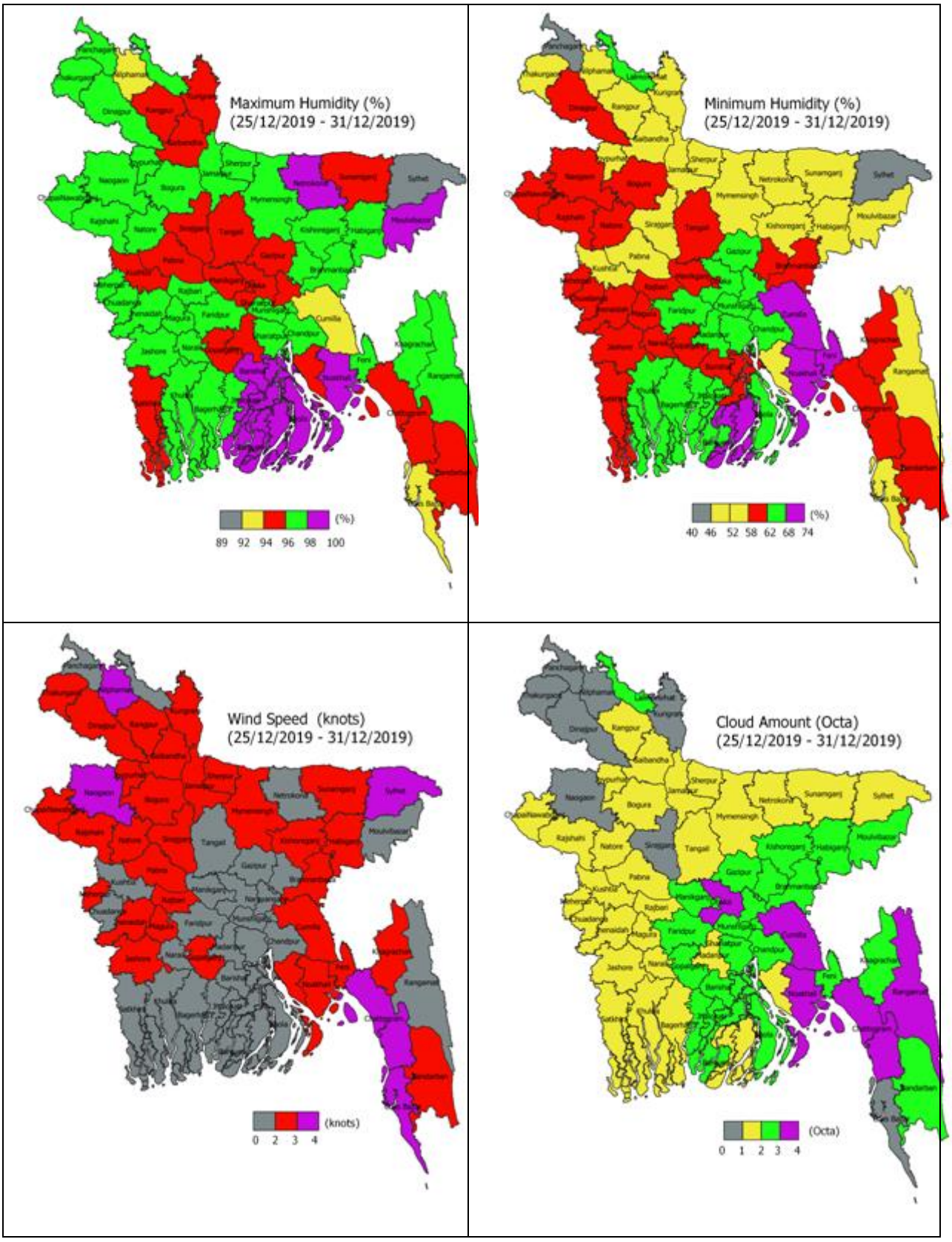
Maximum Humidity (%)
(25/12/2019 - 31/12/2019)
(%)
89 92 94 96 98 100
Minimum Humidity (%)
(25/12/2019 - 31/12/2019)
(%)
40 46 52 58 62 68 74
Wind Speed (knots)
(25/12/2019 - 31/12/2019)
(knots)
0 2 3 4
Cloud Amount (Octa)
(25/12/2019 - 31/12/2019)
(Octa)
0 1 2 3 4

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (০১/০১/২০২০ হতে ০৭/০১/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.৫০ থেকে ৫.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে সারাদেশে কিছু কিছু স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি.মি./দিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি.মি./দিন) বৃষ্টি হতে পারে ।
- এ সময়ে সারাদেশে শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত কিছু কিছু স্থানে হাল্কা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০১ জানুয়ারি হতে ০৫ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত)

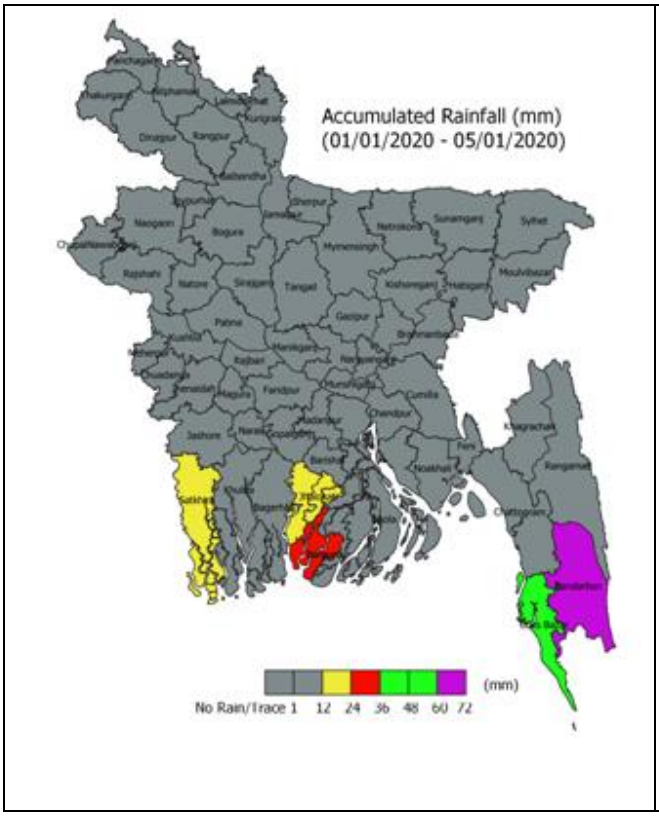

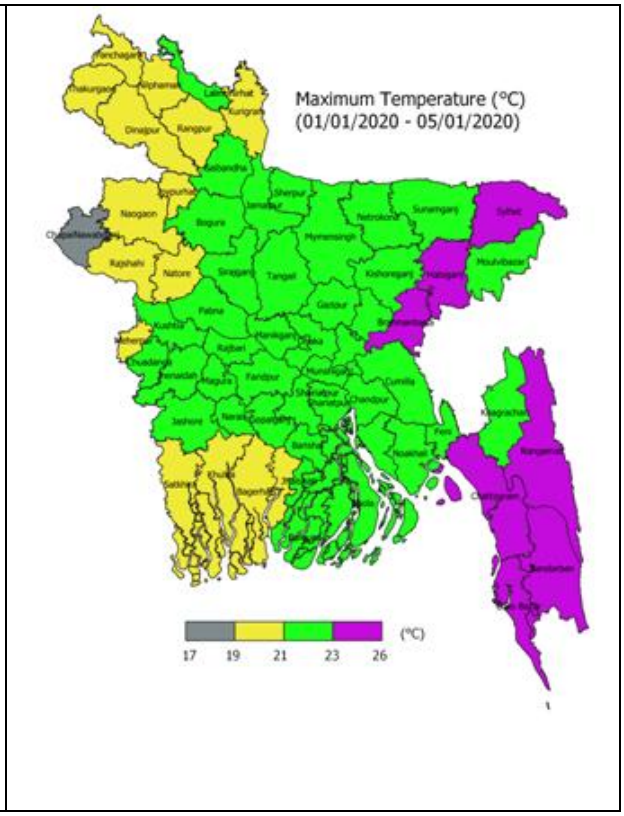

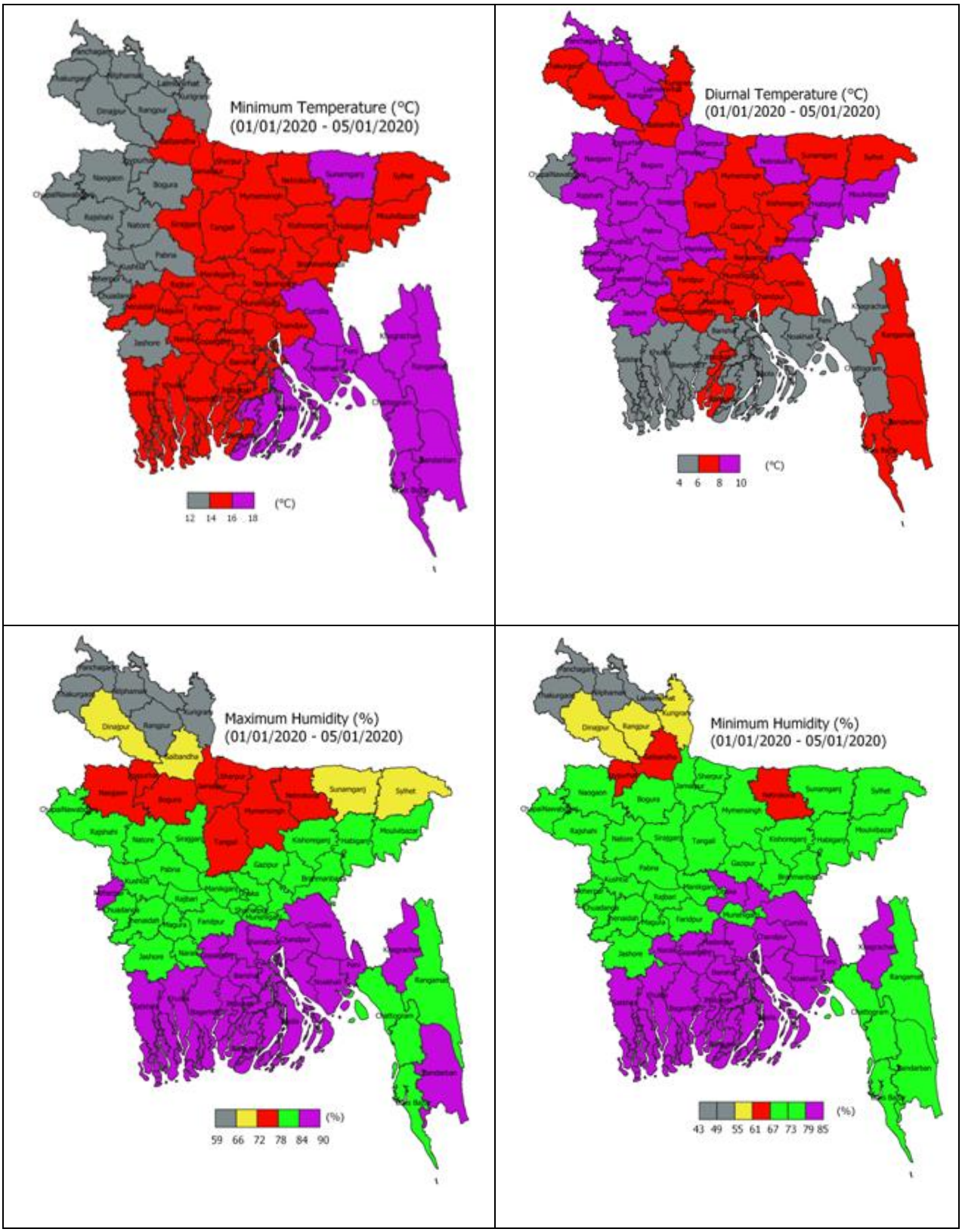
Minimum Temperature (°C)
(01/01/2020 - 05/01/2020)
(°C)
12 14 16 18
Diurnal Temperature (°C)
(01/01/2020 - 05/01/2020)
(°C)
4 6 8 10
Maximum Humidity (%)
(01/01/2020 - 05/01/2020)
(%)
59 66 72 78 84 90
Minimum Humidity (%)
(01/01/2020 - 05/01/2020)
(%)
43 49 55 61 67 73 79 85

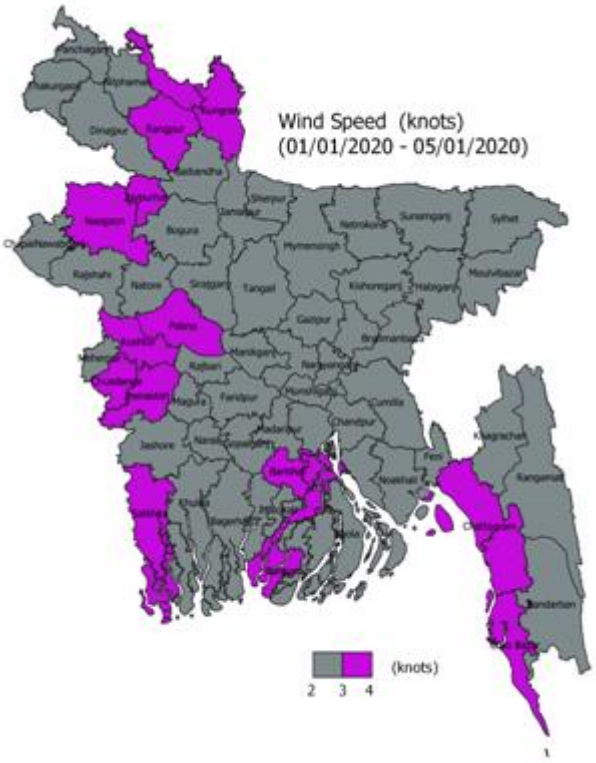
Wind Speed (knots)
(01/01/2020 - 05/01/2020)
(knots)
2 3 4

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 52 (24 December-30 December) over Agricultural regions of Bangladesh

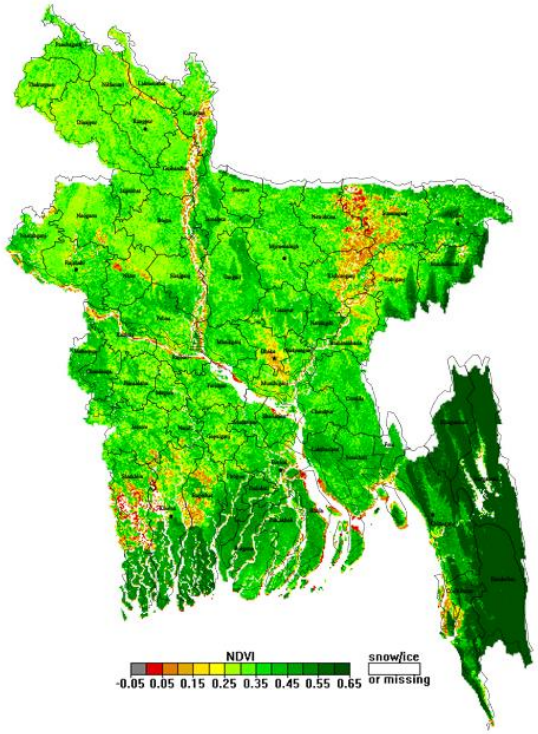

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 52 (24 December-30 December) over Agricultural regions of Bangladesh

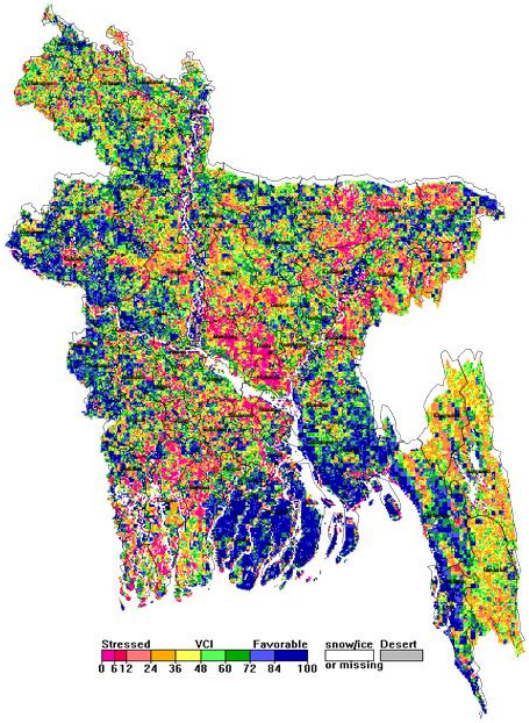

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 52 (24 December-30 December) over Agricultural regions of Bangladesh

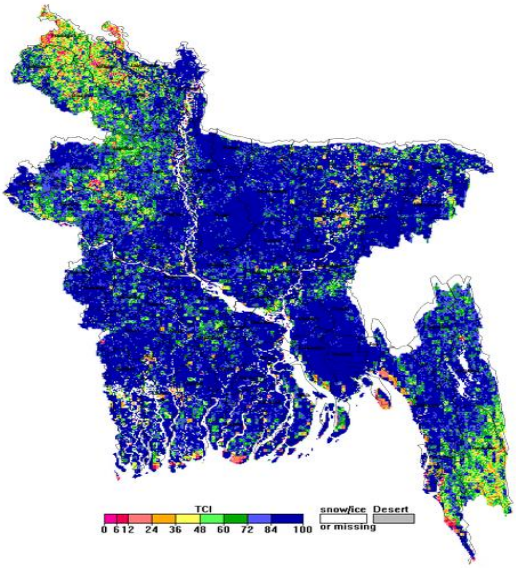

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 52 (24 December-30 December) over Agricultural regions of Bangladesh

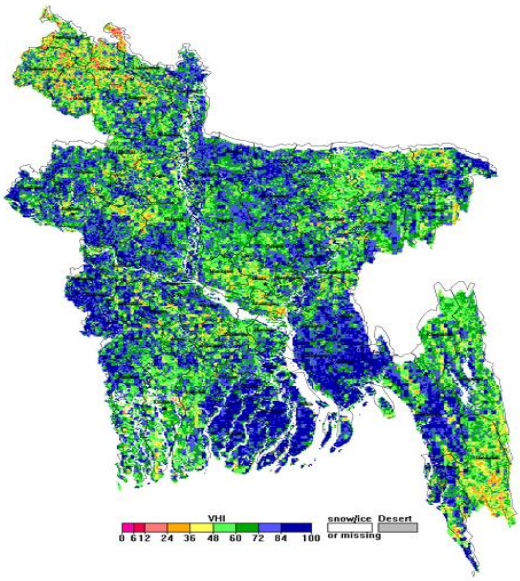

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর সহ গত চার সপ্তাহের মধ্যে কিছু জেলা বাদে সমগ্র বাংলাদেশে হালকা ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং বাংলাদেশের কিছু জেলায় মাঝারি থেকে মারাত্মক শুষ্ক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

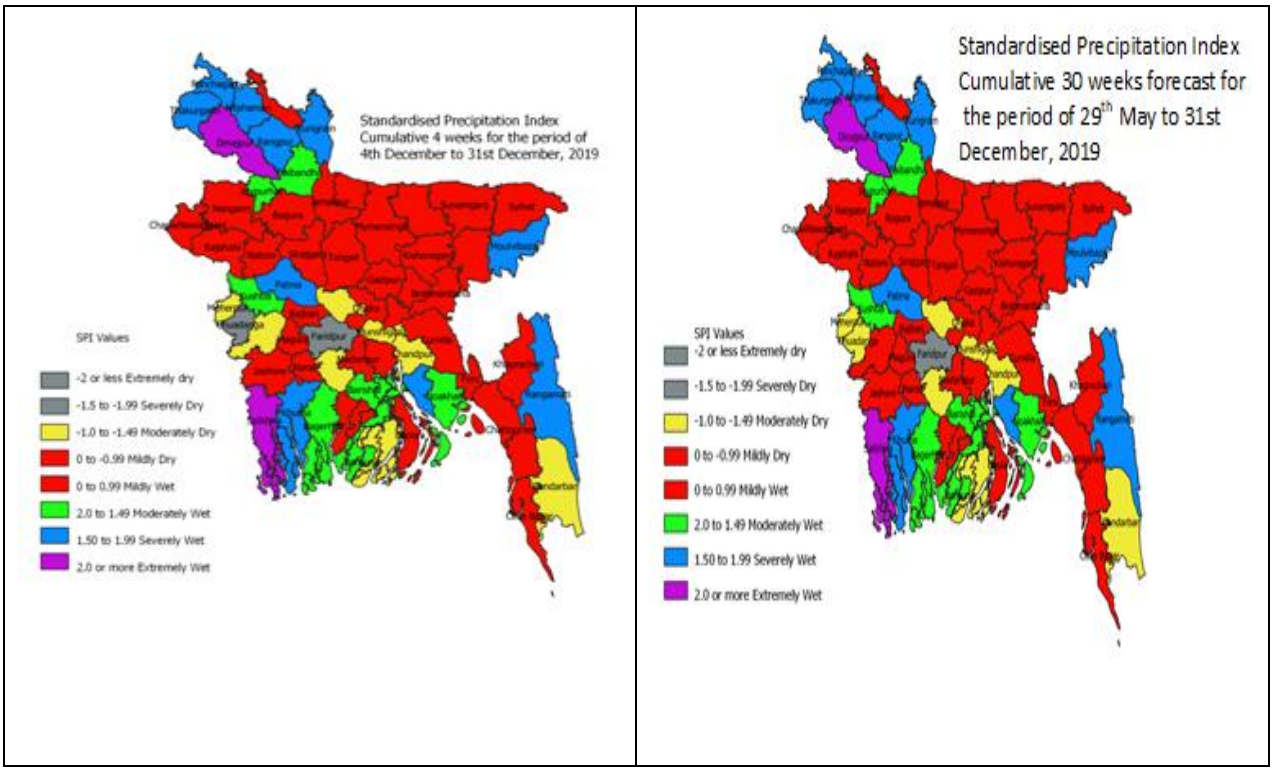

Data source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর